গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
এনফোর্সমেন্ট শাখা
www.brta.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অংশীজনের অংশগ্রহণে ২য় কোয়ার্টার প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।
সভার তারিখ	ঃ	২১.১১.২০২২ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১০.৩০ টা
সভার স্থান	ঃ	বিআরটিএ-র সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অংশীজনের সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিআরটিএ-র সুনাম নির্ভর করছে প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারের Positive Attitude/Positive Role এর উপর। তিনি বিআরটিএ-র গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি ও গতিশীল করার জন্য উপস্থিত অংশীজনের মতামত প্রদানের আহবান করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

সভাপতি সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীজন সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বিভিন্ন চিঠি পত্রের প্রেক্ষিতে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। পরিবহন মালিক সমিতি/শ্রমিক ফেডারেশন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি পরবর্তী সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রদানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ই-টিকিটিং-এর চালুর পরেও ভাড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বাসে ভাড়ার চার্ট টাঙানো থাকতে হবে। বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার সাথে মিল রেখে যাত্রীদের থেকে ভাড়া নিতে হবে, এর অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না। বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট অনুযায়ী দূরত্ব অনুসারে ই-টিকেটে ভাড়া আদায় করতে হবে। টিকেটে যাত্রা শুরুর স্থান, গন্তব্যস্থল, দূরত্ব এবং ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। অনুমোদিত ৩০টি বাস কোম্পানির ভাড়া, বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া একই হতে হবে। তিনি আরো বলেন, সড়কে আগামী ৩০ নভেম্বর/২০২২ এর পরে রংচটা, লক্কড়-ঝক্কর ফিটনেসবিহীন এবং রুটপারমিটবিহীন গাড়ী কোন ক্রমেই চালানো যাবে না। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে সড়ক পরিবহন মালিক সমিতিকে অবহিত করা হয়েছে। এবং পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ৩০ নভেম্বর/২০২২ এর পরে ফিটনেস সার্টিফিকেট থাকার পরও ঘসা-মাজা, রং চটা, লক্কর-ঝক্কর গাড়ী রাস্তায় চলাচল করলে জরিমানা, ডাম্পিং ও স্ক্র্যাপ করা হবে।

সভাপতি আরো বলেন, সভাগুলোকে ফলপ্রসু করার জন্য সকলকে আরো মনোযোগী হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সড়কে অনেক উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু শৃঙ্খলা আসে নাই। হাইওয়েতে মোটরসাইকেল, ছোট গাড়ি, থ্রি-হুইলার অবৈধ মোটরযান চলবে না। জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২টি জাতীয় মহাসড়কের মধ্যে ৫টি মহাসড়কে যথা; ঢাকা-অরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্রগ্রাম, ঢাকা-যমুনা সেতু, ঢাকা-মাওয়া এ অবৈধ ঘোষিত ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধ কঠোর ভাবে মনিটরিং করতে হবে। তিনি উক্ত ৫টি মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের টহল জোরদার করার আহবান জানান।

জনাব রমেশ চন্দ্র ঘোষ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন সভায় জানান যে, যাত্রী পরিসেবার ক্ষেত্রে ড্রাইভার-সুপার ভাইজারদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রে সরকারি ভাড়ার চেয়ে যাত্রীপ্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা ভাড়া কম নেয়া হয়। তিনি পরিবহন সেক্টরের বর্তমান আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরেন। মহাসড়কে নসিমন, করিমন ও মোটরসাইকেল অবৈধ ছোট গাড়ি চলাচল বন্ধে গুরুত্বারোপ করেন। ভবিষ্যতে পরিবহন ব্যবস্থা আরো সুশৃঙ্খল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, দুরপাল্লার বাস সার্ভিসে তেমন অভিযোগ নাই। ঢাকা সিটির বাস সার্ভিস নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা সিটির বাস সার্ভিসে শৃঙ্খলা আনতে কাজ করতে হবে। তিনি পুনরায় আগামী ৩০ নভেম্বর/২০২২ এর পরে রং-চটা, ঘষা-মাজা এবং ভাঙ্গা-চোরা, লক্কর-ঝক্কর আনফিট গাড়ী চলাচল উপযোগী করে সড়কে নামানোর জন্য পুনরায় অনরোধ করেন।

জনাব মোখলেছুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভায় বলেন, মহাসড়কে শৃঙ্খলা আনয়ন ও দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী ও মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ করতে হবে।

জনাব আলতাফ মাহমুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন সভায় বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে নিয়মিত সভা করা হয়। তিনি যত্রতত্র যাত্রী উঠা-নামা বন্ধে ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে কাউন্টার বিহীন অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

জনাব মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যান সমিতি সভায় বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে মোটর সাইকেল চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা এবং সড়কের পাশে বাস-বে নির্মাণ করা যেতে পারে। তিনি আরো জানান দুর-পাল্লার বাসের ক্ষেত্রে ৫১ সিটের পরিবর্তে ৪০ সিট হিসেবে ভাড়া নির্ধারণ এবং এর সাথে টোল যোগ করে অতিরিক্ত ভাড়া নেয়া হচ্ছে। কাউন্টারের বাইরে যাত্রী টেনে নিয়ে নন-ব্রান্ডের বাসে উঠিয়ে যাত্রীদের হয়রানি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সভাপতি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রদানের গুরুত্বরোপ করেন।

জনাব হোসেন আহম্মদ মজুমদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি সভায় মোটরসাইকেল চালকদের বেপরোয়া চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সড়কের বাম পাশের লেন ব্যবহারের জন্য মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে পুলিশ বাহিনীর মনিটরিংয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেন। যত্রতত্র যাত্রী উঠা-নামা বন্ধ ও হাইওয়েতে নসিমন, করিমন, আটোরিক্সা, আলম সাধু ইত্যাদি অবৈধ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কারার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের টহল রদার তৎপরতা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় মহাসড়কে মোটর সাইকেল চলাচল বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। মোটর সাইকেল চলাচল এবং রাইড শেয়ারিং চলাচল নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক সিস্টেমের উন্নয়ন করতে হবে। ডিজিটাল ট্রাফিক সিস্টেম অর্থাৎ সিসিটিভি ক্যামেরাসহ ইলেকট্রিক সিগন্যালিং সিস্টেম খুব দ্রুত চালু করতে হবে। এতে করে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সহজেই আইন লংঘনকারীকে চিহ্নিত করা যাবে এবং শাস্তির আওতায় আনা যাবে। মোটর সাইকেল চলাচলের দৌরাত্ব বন্ধে সকল অংশীজনের জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারনা চালাতে হবে।

জনাব ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ সভায় বলেন, সভার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সভার কয়েক দিন পূর্বে অবহিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে নিয়মিতভাবে টহল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ঢাকা শহরকে দুই ভাগে ভাগ করে একটি নিদিষ্ট সংখ্যক গাড়ী একদিকে এবং অন্য দিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উত্তর সিটি কর্পোরেশনে চলাচলকারী গাড়ীগুলো এক ধরনের রঙ্গের এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে চলাচলকারী গাড়ীগুলো আরেক ধরনের রঙ্গের করা যেতে পারে। তাহলে সিটি সার্ভিস বাসে শৃঙ্খলা আসতে পারে। মোটর সাইকেলের জন্য পৃথক লেন বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

সভাপতি বলেন, ঢাকা সিটিতে মোটরসাইকেলের দৌরাত্ব নিয়ে প্রায়শঃই অভিযোগ রয়েছে। মোটরসাইকেল চালকদের সড়কের বামপাশের লেন ব্যবহারের গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, সড়কের বাম-পাশের লেনে শুধু মোটর সাইকেল চলাচল করবে, ডিএমপি-কে ফোকাল পয়েন্ট করে ডিটিসিএ ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক উক্ত বিষয়ে নির্বাহী আদেশ জারীর জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। তিনি মোটর সাইকেল চালকদের দৌরাত্ব কমানোর জন্য হাইওয়ে পুলিশকে মোটর সাইকেল টহল পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। ডিএমপি-কে মোটরসাইকেল চলাচল নিয়ন্ত্রণে কিভাবে শৃঙ্খলা আনা যায় এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রদানের অনুরোধ করেন। পরিশেষে তিনি আরো বলেন, সকল অংশীজন যদি স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে সোচ্চার হন তাহলে শুদ্ধাচার যেমন নিশ্চিত হবে একই সাথে সড়কে দূর্ঘটনা হ্রাস ও শৃঙ্খলা দেখানো সম্ভব হবে।

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট অনুযায়ী দূরত্ব অনুসারে ই-টিকেট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টিকেটে যাত্রা শুরুর স্থান, গন্তব্যস্থল, দূরত্ব এবং ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। বাস কোম্পানির ভাড়া বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার সাথে মিল রেখে একই হারে নির্ধারণ করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ। ২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ (সকল)। ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। ৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলোদশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।
২.	আগামী ৩০ নভেম্বর/২০২২ এর মধ্যে রংচটা, লক্কড়-ঝক্কর	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ।

	ফিটনেসবিহীন এবং রুটপারমিটবিহীন গাড়ী চলাচল উপোযোগী করে ফিটগাড়ী সড়কে চালাতে হবে। ৩০ নভেম্বর/২০২২ এর পরে ফিটনেস সার্টিফিকেট থাকার পরও ঘষা-মাজা, রং চটা, লক্কর-ঝক্কর গাড়ী সড়কে চলাচল করলে জরিমানা ও ডাম্পিং করা হবে এবং স্ক্র্যাপ করা হবে।	২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ (সকল)। ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। ৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলোদশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।
৩.	২২টি জাতীয় মহাসড়কের মধ্যে ৫টি মহাসড়কে যথা; ঢাকা-অরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্রগ্রাম, ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু, ঢাকা-মাওয়া রুটে অবৈধ ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধ কঠোর ভাবে মনিটরিং করতে হবে। উক্ত ৫টি মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের টহল জোরদার করাতে হবে।	১। ডিএমপি। ২। হাইওয়ে পুলিশ। ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট , বিআরটিএ। ৪। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। ৫। সাধারণ সম্পাদক, বাংলোদশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।
৪.	ট্রাফিক সিস্টেমের উন্নয়ন করতে হবে। ডিজিটাল ট্রাফিক সিস্টেম অর্থাৎ সিসিটিভি ক্যামেরাসহ ইলেকট্রিক সিগন্যালিং সিস্টেম দ্রুত চালু করতে হবে।	১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ২। ডিটিসিএ ৩। হাইওয়ে পুলিশ ৪। সিটি কর্পোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ)
৫.	সড়কের বাম-পাশের লেনে শুধু মোটর সাইকেল চলাচল করার ব্যাপারে, ডিএমপি এ বিষয়ে ডিটিসিএ ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি প্রস্তাব পেশ করতে হবে। হাইওয়েতে মোটরসাইকেলসহ মোটরযান চলাচলে টহল জোরদারসহ তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ ২। ডিটিসিএ ৩। হাইওয়ে পুলিশ ৪। ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১১

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০২.৫০.০০৮.১৯- ৫৬৪

তারিখ ঃ -১১-২০২২ খ্রিঃ।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা ।
৩. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা ।
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা ।
৬. অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৪ শাহজালাল এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা বনানী ।
৮. সচিব, পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট/প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
৯. উপপরিচালক (প্রশাঃ/এনফোর্সমেন্ট/অর্থ/আইন/অপাঃ/অডিট ও তদন্ত/ইঞ্জিঃ-১,২,৩), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১০. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগ, মিরপুর-১৩, ঢাকা।
১১. বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আদালত-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১২/১৩ বিআরটিএ, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
১২. এক্সিডেন্ট ডাটা এনালিস্ট, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৩. সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, ২, ৩, ও ঢাকা জেলা সার্কেল।
১৪. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, পরিবহন ভবন, ২১,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান, মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি।
৫. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, চাঁদ তারা মসজিদ (২য় তলা), গাবতলী, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, মহাখালী/সায়েদাবাদ/গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।
৩। অফিস কপি।

০৫.১১.২২

(মোঃ হেমায়েত উদ্দিন)
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ফোনঃ ৫৮১৫৪৭০২২